JAN 1 3 2001

বদরুদ্দীন উমর

পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট ও শিক্ষা ব্যবস্থা

টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক এই মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত স্কুল ছাত্রদের পাঠ্যবই সরবরাহে ব্যর্থতা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তার একটা হিসাব সহজেই পাওয়া যায়।

সরকারি প্রতিষ্ঠান টেক্সট বুক বোর্ডের কাজ হচ্ছে স্কুলের জন্য পাঠ্যবইয়ের সিলেবাস তৈরি করা ও বছর শুরুর আগেই পাঠ্যবই স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা। কিন্তু কোন বছরই এই দুই কাজ ঠিকমতো হয় না। এর একটি কারণ, পাঠ্যবই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ও সুগঠিত সরকারি নীতি নেই এবং দ্বিতীয় কারণ– এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি অন্য সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতোই চুরি, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদির এক প্রকাণ্ড আখড়া।

দীর্ঘদিন ধরে বছরের শুরুতে স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ হয় না এবং ঢাকা ও কয়েকটি বড় শহরের স্কুলগুলোতে এই সরবরাহ শুরুর অনেক দিন পর পর্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও ছোট শহরগুলোতে পাঠ্যবই সরবরাহ হয় না। জানুয়ারিতে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের কাছে লভ্য করার জন্য নিয়ম অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এই সরবরাহের কথা থাকলেও এ কাজ এই নির্দিষ্ট সময়ে কখনই হয় না।

বই হচ্ছে লেখাপড়ার বস্তুগত ভিত্তি এবং এক হিসাবে বলা চলে– সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত ভিত্তি। এই ভিত্তিকে অবলম্বন করেই শিক্ষকরা ছাত্রদের পাঠ প্রদান করেন এবং ছাত্রদের চিন্তাভাবনার জগৎ সম্প্রসারিত করেন। এটা শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্ন থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু নিম্ন স্তরের অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ের জন্য এটা বেশি প্রযোজ্য এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন তো পড়ালেখা চর্চার সবেমাত্র শুরু।

পাঠ্যবইয়ের সমস্যা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি স্তরে থাকলেও এর ধরন প্রত্যেক স্তরে এক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকের অভাব প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনকে গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। অন্য স্তরের কথা বাদ দিয়ে এখানে নিম্নস্তরের পাঠ্যপুস্তকের কথাই বলা দরকার, কারণ প্রত্যেক বছরই সময়মতো পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের কাছে লভ্য না হওয়ায় তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং এ বছর এই সমস্যা আরও অনেক বড় আকারে দেখা দিয়েছে।

আগের বছরগুলোতে টেক্সট বুক বোর্ড প্রধানত ঢাকার বাংলাবাজারের বহুসংখ্যক প্রকাশককে পাঠ্যবই ছাপার দায়িত্ব দিয়ে এসেছে। এই প্রকাশকরা নানা কারণে প্রত্যেক বছরই স্কুলগুলোতে সময়মতো বই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং শিক্ষা বছরের প্রথমদিকেই নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর ছাত্রদের সময় নষ্ট হয়েছে।

এ বছর এই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়েছে। এর কারণ, কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক ছাপার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বেক্সিমকোর অধীনস্থ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে। বই ছাপা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে বেক্সিমকোর কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের এই কাজ দেয়ার পেছনে যে ঘুষ-দুর্নীতির কলকাঠি কাজ করেছে, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। যাই হোক, এভাবে বেক্সিমকোকে কাজটি দেয়ার পর সরকার ও টেক্সট বুক বোর্ডের কোন তদারকি না থাকায় এখনও পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের কোন দেখা নেই।

বাংলাদেশের এখন এমনই অবস্থা যে, সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এই পরিস্থিতির কোন তোয়াক্কা না করে ঘোষণা করেছেন, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের কোন সমস্যা নেই এবং বইপত্র ছাত্ররা সময়মতো পেয়ে যাবে। এ কথা বলা হচ্ছে এমন সময়ে, যখন সময় ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে! এ দেশের শাসকশ্রেণী ও তাদের সরকারের পক্ষে এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এভাবেই তারা জনগণের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান সুষ্ঠুভাবে করে চলেছেন!!

এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রীর উপরোক্ত উদ্ভট ও বেপরোয়া বক্তব্য ছাড়া আর কোন বক্তব্য প্রদান অথবা বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলার চেষ্টা সরকারের দিক থেকে দেখা যায়নি। তাদের টেক্সট বুক বোর্ডেরও এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে– এমন কোন কথা তাদের কাছ থেকেও শোনা যায়নি। এ দেশের চামচা ও দালাল বুদ্ধিজীবীরাও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। বহু লাখ, এমনকি কোটি কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের এমন একটি সঙ্কট সম্পর্কে এদের কোন কর্তব্যবোধ যে নেই, এটা এদের এই আচরণের মধ্যেই যথেষ্ট স্পষ্ট।

পাঠ্যপুস্তকের এই সমস্যা নিয়ে প্রথমদিকে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন কিছু মিটিং-মিছিল ও ঘেরাও শুরু করার পর ছাত্রদের অন্য কিছু সংগঠনও এখন এ নিয়ে সক্রিয় হয়েছে। ঢাকায় ছাত্রদের আন্দোলনের নানা কর্মসূচি এখন প্রত্যেক দিন পালিত হচ্ছে। এর ফলে খুব সম্ভব এ মাসের মধ্যে অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে বেক্সিমকো কিছু বইপত্র ছেপে ঢাকার স্কুলগুলোতে সরবরাহ করে রাজধানীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। কিন্তু যে আকারে বই ছাপা হলে সারাদেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চল ও ছোট ছোট শহরের স্কুলগুলোতে বই সরবরাহ করা যেত, সে আকারে বই ছাপা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বেক্সিমকোর কোন পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকায় বইয়ের সরবরাহ নিশ্চিত করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। প্রকাশক হিসাবে যাদের কোন অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে ছিল না, ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের হঠাৎ এত বিরাট এক কাজ দেয়ার ফলে ছাত্রদের শিক্ষাজীবনে যে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে সেরকম সঙ্কট জনগণের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঘুষ-দুর্নীতির কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। এদিক দিয়ে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট কোন ব্যতিক্রমী ব্যাপার নয়।

সরকারি ফরমায়েশ অনুযায়ী 'ঐতিহাসিক'রা মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ ও ইতিহাস ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার নামে যে মিথ্যা পরিবেশনের ব্যবস্থা করছে, সেটার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। ভারতেও এখন বিজেপির মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সরকার সেখানে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার নামে এবং ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার নামে কুৎসিতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। সেই বিকৃত ইতিহাস ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সর্বনাশ ও দেশের সঙ্কট বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে।

পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে শুধু সময়মতো বইপত্র লভ্য না হওয়াই একমাত্র সমস্যা নয়। নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টে এসব পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়ে থাকে। এ বছর বেক্সিমকোকে সাদা কাগজে বই ছাপার টাকা দেয়া সত্ত্বেও এখন যে তথ্য বাইরে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে, বইগুলো ছাপা হচ্ছে খুবই নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টে। অর্থাৎ এ কাজ করে বেক্সিমকো ছাত্রদের সর্বনাশ করে অতিরিক্ত মুনাফা কামাইয়ের ব্যবস্থা করেছে, সে অতিরিক্তের একটা ভাগ তারা টেক্সট বুক বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার পকেটে ফেলছে। এ কারণে এ ব্যাপারে সরকারি তদারকি বলে কিছুই নেই।

নিউজপ্রিন্টের ব্যাপারে ছাড়াও পাঠ্যবইয়ের এক বড় সমস্যা হল– ছাপার ভুল। অন্য কথা বাদ দিলেও স্কুলের নিম্নস্তরেই ছাত্রদের শুদ্ধ বানান শেখার কথা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকই যদি অশুদ্ধ বানানে ভর্তি থাকে তাহলে অবস্থা দাঁড়ায় কি রকম? কিন্তু বছরের পর বছর পাঠ্যপুস্তকে এই ছাপার ভুল অগুণতি থাকা সত্ত্বেও এর কোন প্রতিকার নেই। এ নিয়ে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, টেক্সট বুক বোর্ড ইত্যাদি কারও কোন চিন্তাভাবনা আছে– এমন মনে করার মতো কারণ নেই। যদিও এ বিষয়টি যে তাদের অজ্ঞাত, এমনও নয়। এটা এমন এক বিষয়, যা সবারই জানা। তাড়াহুড়ো করে শেষ মুহূর্তে বই ছাপার ফলেই ছাপার অবস্থা এরকম দাঁড়ায়। কিন্তু দায়িত্ববোধের চেয়ে ঘুষ-দুর্নীতির শক্তি অনেক বেশি।

বেক্সিমকোকে আট কোটি স্কুল পাঠ্যবই ছাপার কাজ দেয়ার পর তারা যেভাবে ছাপার কাজ করে যাচ্ছে এবং পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কাজে যেভাবে এ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, তাতে তারা এখন খুব তাড়াহুড়ো করেই ছাপার কাজ শেষ করতে চেষ্টা করছে। এ তাড়াহুড়ো যে ছাপার ভুলজনিত সমস্যা অন্য বছরের তুলনায় এখন অনেক গুণ প্রকট করবে তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই কোনরকমে বই ছেপে সরবরাহ করলেও শিক্ষার্থীদের জন্য ছাপার ভুলে ক্ষতবিক্ষত বইগুলো তাদের শিক্ষাজীবনে যে ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তার কথা আগেই বলা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের এই নিয়মিত বাৎসরিক সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে নোট বই রচয়িতা ও বিক্রেতারা বড়ো ব্যবসা করছে। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হওয়ার আগেই সেসব পুস্তকের নোট বইয়ে বাজার ছেয়ে গেছে। শিক্ষার মান নিচে নামিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এই নোট বইগুলো বড়রকম ভূমিকা পালন করে।

এবার আসা যেতে পারে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ে অন্য প্রসঙ্গে। ছাত্ররা নতুন পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে পুরনো পাঠ্যপুস্তক অনেকেই কিনছে এবং অনেক স্কুলে শিক্ষকরাও পুরনো পাঠ্যপুস্তক ধরেই ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন। এ নিয়ে বড়রকম সমস্যা দেখা দিত না যদি পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস অপরিবর্তিত থাকত। কিন্তু এ কথা ইতিমধ্যেই যদিও প্রচারিত হয়েছে যে, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে, যদিও এ পরিবর্তন সম্পর্কিত কোন তথ্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যদের কাছে নেই। কিন্তু তা না থাকলেও পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস যে পরিবর্তিত হয়েছে এটা অন্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়।

এই পরিবর্তন অন্য ক্ষেত্রে কি রকম হয়েছে সেটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না থাকলেও ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে যে পরিবর্তন করা হয়েছে এ কথা ঠিক। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের নামে ইতিহাসের বাইরে শেখ মুজিবুর রহমানের কীর্তি এবার নতুনভাবে সংযোজিত হয়ে 'ইতিহাস বিকৃতকরণের' হাত থেকে পাঠ্যপুস্তককে মুক্ত করা হয়েছে! সরকারি ফরমায়েশ অনুযায়ী 'ঐতিহাসিক'রা মুক্তিযুদ্ধের বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ ও ইতিহাস ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার নামে যে মিথ্যা পরিবেশনের ব্যবস্থা করছে, সেটার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। ভারতেও এখন বিজেপির মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সরকার সেখানে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করার নামে এবং ইতিহাসকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার নামে কুৎসিতভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করছে। সেই বিকৃত ইতিহাস ছাত্রদের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সর্বনাশ ও দেশের সঙ্কট বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে।

বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস পরিবর্তনের নামে এখন যা করা হচ্ছে তার পরিণাম ভারতের বিজেপি সরকার কর্তৃক ইতিহাসের সিলেবাস পরিবর্তনের পরিণাম থেকে অন্যরকম হবে না হওয়ার কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই।

১৫.০১.২০০১